নস্টালজিয়া ও একটি প্রতিবিপ্লবী কবিতা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

শহর কলকাতায় আমাদের বসবাস অনেক দিনের
ছোটোবেলায় আমরা উত্তর কলকাতা থেকে
দক্ষিণ শহরতলিতে এসেছি
আমাদের এই আসার পিছনে পারিবারিক বিবাদ
আর একটি গুপ্ত রোগের লক্ষণ লুকিয়ে আছে
যেমন ঘুমন্ত জিনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা পরবর্তী জীবাণু

এসেছি দক্ষিণ শহরতলির গোপন মফস্সলে
যেখানে আমার বন্ধুরা
প্রাকৃযৌবনে চারু মজুমদার ও রেড বুকের নামে
শপথ নিয়েছিল
ঐ চারুবাবুকে আমি সম্মান করি
ক্ষেপা বিপ্লবী
যিনি বাংলা মদ ও উচ্চাঙ্গ সংগীত ভালোবাসতেন
নকশাল বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য উনি
বিপ্লব ভালোবেসে সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবতেন

আমি এসব ভাবি না
কেননা আমার বিপ্লবে আস্থা নেই
কেননা আমি ভাবি
এই সমাজের নিভৃত পরিবর্তন অসম্ভব

উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ শহরতলিতে এসেছি
নিয়ে এসেছি অজ্ঞাত জীবাণু
যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে
সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে বৈপ্লবিক জিগীষায়

কত অজানা শুন্য পরমাণুর ভিতরে
মহাকসমিক আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে আসছে
আরো একটি জন্মদিন চলে গেল চারুবাবুর
যাকে অবসাদে কাউন্টার করেছিলেন কানু সান্যাল
এক বিপ্লব বিলাসী মধ্যবিত্ত অভিলাস
পাকস্থলির অসুস্থতার মতনই
আরোগ্যহীন আমাদের পেড়ে ফেলে মাঝেমধ্যে
অতি নিঝুম স্তব্ধ পাতাল গহুর থেকে
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য জীবাণু
যারা একদিন ধ্বংস করবে সভ্যতার পরিকাঠামো
আমাদের বিপ্লব অনুরাগ মুছিয়ে
জাগিয়ে তুলবে প্রতিবিপ্লবী অবস্তু চেতনা
সব কীরকম এগিয়ে আসছে শহরের দিকে
ঠাণ্ডা মেট্রোপলিটন থেকে ছুটে যাচ্ছে গতিশীল যান
আর অর্থহীন একঘেয়ে অলসতার
এই শহরে আমি ও আমার বন্ধুরা
বেঁচে আছি তাও বহুদিন
বিপ্লব হয়নি

www.srishtisandhan.com